ত্রিপক্ষীয় দ্বন্দ্বে কোন্ কোন্ শক্তি অংশগ্রহণ করে? এই দ্বন্দ্বের প্রকৃত লক্ষ্য কী ছিল? (ক. বি. ২০১০)

উত্তর ভারতে কনৌজের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রকূট, প্রতিহার এবং পালদের মধ্যে ৭৫০ থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে যে যুদ্ধ চলেছিল ভারতবর্ষের ইতিহাসে এটি ত্রিপাক্ষিক দ্বন্দ্ব নামে পরিচিত। ধর্মপালের খলিমপুর এবং নারায়ণপালের *ভাগলপুর তাম্রশাসনে* এই সংঘর্ষের উল্লেখ রয়েছে। এ ছাড়া জৈন ধর্মগ্রন্থগুলিতে এই যুদ্ধের কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। রাষ্ট্রকূট এবং প্রতিহারদের কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানও এই বিষয়ে ইতিহাস রচনা করতে সাহায্য করে থাকে।

রোমিলা থাপার তাঁর *Early India* নামক গ্রন্থে কনৌজের গুরুত্বের বিভিন্ন দিকগুলির উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, নিঃসন্দেহে ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে অবস্থিত কনৌজ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। দ্বিতীয়ত, গাঙ্গেয় উপত্যকার বিভিন্ন বাণিজ্য পথের সঙ্গে কনৌজ ভালো ভাবে যুক্ত ছিল। তৃতীয়ত, হর্ষবর্ধন এবং তারপর ললিতাদিত্য কনৌজের গুরুত্ব বৃদ্ধি করেন। এ ছাড়া পশ্চিম গাঙ্গেয় উপত্যকায় উর্বরা ক্ষেত্র হিসাবে কনৌজের অর্থনৈতিক গুরুত্বও বৃদ্ধি পেয়েছিল। কনৌজ যে রাজশক্তির দখলে থাকবে তার পক্ষে গাঙ্গেয় উপত্যকার উর্বর ভূমিসম্পদ আহরণ করা সহজ হবে। এই সমস্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণেই কনৌজের উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্যে প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট রাজ্যগুলি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়।

ত্রিশক্তি সংঘাত মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় ছিল। এই সংঘাতের মধ্য দিয়ে সমসাময়িক ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অনৈক্যের বিষয়টি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। বিশেষ করে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শক্তির অভাব থাকায় ভারতবর্ষের রাজনীতিতে আঞ্চলিক আধিপত্য বিস্তারের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

Scanned by CamScanner

অষ্টম শতকের শেষ পাদে পাল, প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট বংশ প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠে এবং স্ব-স্ব ক্ষমতাবিস্তারে উদ্যোগ নিলে তাদের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠে। কনৌজের অধিকারকে কেন্দ্র করে উত্তরের পাল ও প্রতিহার শক্তির সংঘর্ষ ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু দক্ষিণের রাষ্ট্রকূট শক্তি এই দ্বন্দ্বে যোগদান করে এর গুরুত্ব বাড়িয়ে দেয়। সম্ভবত রাষ্ট্রকূটগণ উত্তর ভারতে পাল বা প্রতিহার কোনো একটি শক্তিকে একচ্ছত্র হতে দিতে চায়নি। কারণ সেক্ষেত্রে ওই শক্তি দ্বারা দক্ষিণ ভারতে রাজ্যবিস্তারের সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে পারত। তাই রাষ্ট্রকূটরা প্রতিরোধমূলক পন্থা হিসেবে কনৌজের দিকে হাত বাড়িয়েছিল।

দীর্ঘস্থায়ী ত্রিশক্তি সংঘর্ষের ক্রমপরম্পরা নির্ণয় করা কঠিন। সম্ভবত কনৌজকে কেন্দ্র করে পাল ও প্রতিহার শক্তির মধ্যে প্রথম যুদ্ধ হয়। বাংলাদেশের পালরাজা *ধর্মপাল* নিজ ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করার পর পশ্চিমদিকে অগ্রসর হতে শুরু করেন। একই সময়ে প্রতিহার-রাজ বৎস মধ্য ভারতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে পূর্বদিকে অগ্রসর হতে শুরু করেন। ফলে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। গাঙ্গেয় দোয়াব অঞ্চলের যুদ্ধে ধর্মপাল প্রতিহাররাজ বৎসের নিকট পরাজিত হন। প্রতিহার-রাজের জয়লাভ ও ক্ষমতাবৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব উত্তর ভারত অভিযান করেন। বৎস পরাজিত হন ধ্রুবর হাতে। অতঃপর বৎসরাজ রাজপুতনার মরু অঞ্চলে পালিয়ে যান। রাষ্ট্রকূটরাজ *ধ্রুব* দোয়াব পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং ধর্মপালকেও পরাজিত করেন।

এই যুদ্ধে বস্তুত লাভবান হন ধর্মপাল। কারণ ধ্রুবর হাতে পরাজিত হবার ফলে বৎসরাজ কনৌজ ছেড়ে চলে যান। আবার ধ্রুব কনৌজ দখল করেই দক্ষিণ ভারতে ফিরে যান। এই সুযোগ নেন ধর্মপাল। তিনি খুব সহজে কনৌজ দখল করতে সক্ষম হন। ধর্মপাল কনৌজের সিংহাসন থেকে ইন্দ্রায়ুধকে বিতাড়িত করে নিজ অনুগত ব্যক্তি চক্রায়ুধকে বসান। কনৌজ ধর্মপালের অধীন, কিন্তু এটি প্রত্যক্ষ শাসনবহির্ভূত একটি অঞ্চলে পরিণত হয়। 'খালিমপুর লিপি' থেকে জানা যায়, ধর্মপাল কনৌজে এক দরবার আয়োজন করলে উত্তর ভারতের বহু রাজা উপস্থিত হয়ে তাঁর প্রতি বশ্যতা জ্ঞাপন করেন।

তবে ধর্মপাল দীর্ঘকাল কনৌজের ওপর স্ব-অধিকার বজায় রাখতে পারেননি। রাজত্বের শেষদিকে কনৌজকে কেন্দ্র করে পুনরায় ত্রিশক্তি সংঘর্ষের সূচনা হয় এবং এবারেও ধর্মপালের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে। বৎসরাজের পর দ্বিতীয় নাগভট্টের নেতৃত্বে প্রতিহারগণ পুনরায় শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং কনৌজ অধিকারের জন্য অগ্রসর হয়। নাগভট্ট প্রথমে সিন্ধু, বিদর্ভ, অন্ধ্র প্রভৃতি শক্তির সাথে মিত্রতা স্থাপন করেন এবং আকস্মিক আক্রমণ করে কনৌজের সিংহাসন থেকে ধর্মপালের প্রতিনিধি চক্রায়ুধকে বিতাড়িত করেন। এই অবস্থায় ধর্মপাল সম্ভবত রাষ্ট্রকূট তৃতীয় গোবিন্দের সাহায্যপ্রার্থী হন। কারণ রাষ্ট্রকূট রাজকন্যা *রন্নাদেবী* ছিলেন ধর্মপালের পত্নী। অবশ্য রাষ্ট্রকূটদের সাহায্য আসতে বিলম্ব হওয়ায় ধর্মপাল একাই কনৌজ পুনরুদ্ধারের জন্য এগিয়ে যান। মুঙ্গেরে উভয় পক্ষ মুখোমুখি হয়। কিন্তু এবারেও ধর্মপাল নাগভট্টের কাছে পরাজিত হন।

তবে *নাগভট্ট* এই বিজয়কে দীর্ঘস্থায়ী করতে পারেননি। কারণ তাঁর জয়লাভের অব্যবহিত পরেই রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ উত্তরদিকে অভিযান চালান। তাঁর হাতে প্রতিহাররাজ চূড়ান্তভাবে পরাস্ত হন। ধর্মপাল বিনা যুদ্ধে তৃতীয় গোবিন্দের বশ্যতা স্বীকার করে নেন। এবারেও তৃতীয় গোবিন্দ

Scanned by CamScanner

জয়লাভের পরেই দক্ষিণ ভারতে প্রত্যাবর্তন করে যান। ড. *রমেশচন্দ্র মজুমদারের* মতে, এই সুযোগ নেন ধর্মপাল। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি কনৌজ তথা উত্তর ভারতে নিজ প্রতিপত্তি বজায় রাখতে সক্ষম হন। তবে আধুনিক গবেষকরা ড. মজুমদারের সাথে একমত হতে পারেননি। তাঁদের মতে, প্রতিহাররাজের কাছে বার বার পরাজয় বরণ এবং রাষ্ট্রকূটরাজের কাছে বশ্যতা স্বীকার করার ফলে তাঁর সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হয়েছিল এবং অধিরাজের আসন থেকে তিনি সরে গিয়েছিলেন।

Scanned by CamScanner

ধর্মপালের মৃত্যুর পর পাল বংশের রাজা হন তাঁর পুত্র দেবপাল। দেবপালের আমলে ত্রিদলীয় সংগ্রামের তীব্রতা অনেকটাই হ্রাস পেয়েছিল। রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের মৃত্যুর পর রাষ্ট্রকূট রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। রাষ্ট্রকূটরাজ প্রথম অমোঘবর্ষ ব্যক্তিগত হিসাবে ছিলেন দুর্বল। দ্বিতীয় নাগভট্টের পরবর্তী প্রতিহাররাজ রামভট্ট ছিলেন একজন শান্তিকামী শাসক। অন্যের রাজ্য আক্রমণের দিকে তাঁর কোনও স্পৃহা ছিল না। পাল রাজা দেবপালও নতুন করে ত্রিদলীয় সংগ্রামকে পুনরুজ্জীবিত করতে চাননি বরং এই সুযোগ তিনি উত্তর পূর্ব ভারতে রাজ্য বিস্তারে মন দিয়েছিলেন। ক্রমে উত্তর ভারতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে ত্রিদলীয় সংঘর্ষের সমাপ্তি ঘটে।

তবে সমসাময়িক সূত্র থেকে জানা যায়, দেবপাল প্রতিহাররাজ ভোজকে পরাজিত করেছিলেন। তা ছাড়া রাষ্ট্রকূটদের সঙ্গেও যুদ্ধে দেবপাল জয়লাভ

Scanned by CamScanner

করেছিলেন বলে জানা যায়। *মুঙ্গের লিপিতে* উল্লেখ আছে দেবপাল পাণ্ডুর রাজা শ্রীবল্লভকে পরাজিত করে দক্ষিণ ভারতে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত সামরিক অভিযান চালিয়েছিলেন। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকরা এই বক্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে সন্দিহান। তারা মনে করেন দেবপাল যে দাক্ষিণাত্যে সমরাভিযান চালিয়েছিলেন সে ব্যাপারে পর্যাপ্ত তথ্য নেই। দীর্ঘকাল ধরে সংঘর্ষে লিপ্ত থাকার ফলে পাল, প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট তিন শক্তিরই সৈন্য ও অর্থক্ষয় ঘটে। বিপুল পরিমাণে ব্যয় সামলাতে রাজারা প্রজাদের উপর করের বোঝা বাড়াতে বাধ্য হয়। এ ছাড়া তিন শক্তির দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে পরবর্তী কালে সামন্ত রাজরা স্বাধীনতা লাভে আগ্রহী হয়ে পড়ে। তিন শক্তির মধ্যে কেউ দীর্ঘ সময়ের জন্য কনৌজ তথা উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়নি।

Scanned by CamScanner